



131000 - ঋণ ও ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

আমি জনকৈ বোনরে কাছ থেকে কর্জ হাसानা হিসাবে কিছু স্বর্ণ নিয়ে এবং অঙ্গীকার করেছি য়ে, নরিদষ্টি সময়রে পর আমি সমান ওজনরে স্বর্ণ তাকে ফরেত দবি। দয়া করে আপনারা আমাকে জানাবে, এটা কিসুদরে অন্তর্ভুক্ত হবে? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সুদরে বহু জাত ও প্রকার বর্ণনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছ থেকে বহু টেক্সট উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উবাদা বনি সামতে (রাঃ) এর হাদিসটি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘স্বর্ণরে বনিমিয়ে স্বর্ণ, রটোপ্যরে বনিমিয়ে রটোপ্য, গমরে বনিমিয়ে গম, যবরে বনিমিয়ে যব, খজুররে বনিমিয়ে খজুর, লবণরে বনিমিয়ে লবণ সমান সমান ও হাতে হাতে (বিক্রি কর)। আর যদি প্রকারগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে তোমরা হাতে হাতে যতবে ইচ্ছা সতবে বিক্রি করতে পার।’ [সহিহ মুসলিম (১৫৮৭)]

দুই:

ঋণ দয়ো জায়যে এবং মুসলমানদরে ইজমার ভিত্তিতে এটি একটি মুস্তাহাব আমল; চাই সটো সুদ সংবদনশীল সম্পদগুলোর মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য সম্পদগুলোর মাধ্যমে হোক।

ইবনুল কাত্তান ‘আল-ইক্বনা ফি মাসায়িলিল ইজমা’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৯৭) বলেন: ‘আলমেদরে মধ্য থেকে প্রত্যকে যার কাছ থেকে ইলম মুখস্ত করা হত তারা এই মর্মে ইজমা (মতকৈয) করেছেন য়ে, দনিার, দরিহাম, গম, যম, খজুর ও স্বর্ণ এবং প্রত্যকে য়ে খাদ্যরে সদৃশ পাওয়া যায় সটো ওজনযোগ্য হোক কিংবা মাপনযোগ্য; সটো ঋণ নয়ো জায়যে। [সমাপ্ত]

দুই:

প্রশ্নকারীর কাছ থেকে স্বর্ণ দিয়ে স্বর্ণ ঋণ দয়ের ক্ষেত্রে আপত্তি জাগার ভিত্তি হলো: যহেতে সটো সুদশ্রণীয় সম্পদরে



একটির সাথে অপরটির বনিমিয়; কনিতু হস্তান্তর বলিম্বে। এর জবাব নমিনোক্ত পয়নেটে:

১। শরয়িতরে দললি 'হাতে হাতে' উল্লখে করে 'নগদে হস্তান্তর' হওয়ার য়ে শরতটি আরোপ করা হয়ছে সটে ক্রয়বক্রয়রে ক্ষতেরে। য়েহেতু হাদসিে বলা হয়ছে: 'যেভেবে ইচ্ছা সেভেবে বচোকনো করতে পার'। এ সংক্রান্ত দললিগুলোতে ঋণ এর কথা উল্লখে নহে।

২। কর্জ দয়োটা হলো একটা দান, সহমর্মতি ও দয়া; বচোকনো এমনটা নয়। বচোকনো হলো: মূল সম্পদরে বনিমিয়; সটে আর ফরেত না দিয়ে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) 'ইলামুল মুওয়াক্কসিন আন রাব্বলি আলামীন' গ্রন্থে (২/১১) বলেন: পক্ষান্তরে কর্জ: যনি বলছেন য়ে, এটা কয়্যাসরে বপিরীত; তার সংশয়টি হলো: এটা সুদশ্রণীয় সম্পদকে সুদশ্রণীয় সম্পদ দিয়ে বনিমিয় করা; কনিতু হস্তান্তর বলিম্বে করা। এটা ভুল। কারণ কর্জ হলো উপযোগ দান করা শ্রণীয়; য়েমন আরিয়া। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে **مَنْحَة** (মানীহা- অনুগ্রহ হিসেবে ধার দয়ো জনিসি) বলছেন। তনি বলেন: **أَوْ مَنْحَة نَهَب أَوْ رِق** (কথিবা স্বর্ণরে মানহি বা রটেপ্যরে মানহি)। এটা সহমর্মতিশ্রণীয়; বনিমিয়শ্রণীয় নয়। কারণ বনিমিয়রে ক্ষতেরে প্রত্যেকে তার মূল সম্পদটা এমনভাবে প্রদান করে য়ে, সটে আর তার কাছে ফরিে আসে না। আর কর্জ হচ্ছে আরিয়া ও মানহি শ্রণীয়...। এটা কোনভাবে বচোকনো শ্রণীয় নয়; বরং সহমর্মতি, দান ও সদকাশ্রণীয়।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আল-শারহুল মুমতী' গ্রন্থে (৯/৯৩) বলেন: এটা সহমর্মী চুক্তি; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্জগ্রহীতাকে কর্জ দয়ো জনিসিটির মালকি বানিয়ে দয়ো...। অতএব, সটে একটা সহমর্মতিমূলক চুক্তি; এর দ্বারা বনিমিয় ও লাভ উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা নতিন্ত অনুগ্রহ। এ কারণে কর্জ দয়ো জায়য়ে; যদও কর্জরে রূপটি সুদরে রূপরে মত। কেননা কটে যদা এক দরিহাম দিয়ে এক দরিহামকেই বক্রি কর; কনিতু লনেদনে নগদ নগদ না হয় তাহলে সটেই সুদ। আর যদা কটে কাউকে এক দরিহাম ঋণ দিয়ে এবং একমাস পর (ঋণগ্রহীতা) সটে তাকে ফরেত দিয়ে; তদুপর সটে সুদ হবে না। যদও সটে সুদরেই রূপ। এতে নয়িত ছাড়া আর কোন পার্থক্য নহে। যখন ঋণ দয়োর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হলো সহমর্মতি ও অনুকম্পা করা তখন সটে জায়য়ে।

৩। এটা সুবদিতি য়ে, সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানা থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ একে অপররে কাছ থেকে নগদ অর্থ, দরিহাম, দনিার, সব ধরণরে সম্পদ ও সব ধরণরে জনিসি য়েমন- যব, উট; ধার নয়ে এবং সদৃশ জনিসি ফরেত দিয়ে। কটে বলে না য়ে, এটা সুদ। আয়শিা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, তনি বলেন: একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদী থেকে বাকীতে খাবার কনিলনে এবং তার কাছে নজিরে লোহার বর্মটি বন্ধক রাখলনে।[সহি বুখারী (২২৫১) ও সহি মুসলমি (১৬০৩)] যব সুদশ্রণীয় পণ্য।

আমরা যদা কর্জ নয়োর ক্ষতেরে নগদ প্রদানকে আবশ্যক করতাম তাহলে সকল সুদশ্রণীয় সামগ্রীতে ঋণরে অস্তিত্ব



থাকত না।

আল্লাহই সৰ্বজ্ঞ।